গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিটি কর্পোরেশনের আইনি পরিকাঠামো সংক্রান্ত হ্যান্ডবুক

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়
ডিসেম্বর ২০১৯

সিটি কর্পোরেশনের আইনি পরিকাঠামো সংক্রান্ত হ্যান্ডবুক

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

ডিসেম্বর ২০১৯

www.lgd.gov.bd

সিটি কর্পোরেশনের আইনি পরিকাঠামো সংক্রান্ত হ্যান্ডবুক

স্বত্ব : স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৯

সহযোতিায় : ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন (C4C) প্রকল্প
জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (JICA)

মূদ্রণ :

সূচিপত্র

Acronyms and Abbreviations ৬

আইন/আইনি উপকরণ ইত্যাদির সংজ্ঞা ৭

অধ্যায় ১: পটভূমি ও উদ্দেশ্য ৮

১.১ পটভূমি ৮

১.২ হ্যান্ডবুকের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত ব্যবহারকারীগণ ৮

অধ্যায় ২: সাংবিধানিক কাঠামো এবং সিটি কর্পোরেশন আইন ৯

২.১ বাংলাদেশ সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে সিটি কর্পোরেশন আইন ৯

অধ্যায় ৩: স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ ..... ১০

৩.১ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর পটভূমি ১০

৩.২ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধানাবলি ১১

৩.৩ প্রশাসনিক কার্যক্রম ১২

৩.৪ সেবা প্রদানসংক্রান্ত কার্যক্রম ১৭

৩.৫ অপরাধ ও শাস্তি ১৮

৩.৬ সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ১৮

৩.৭ আইনি উপকরণ ১৮

কুইজ - ০১ ..... ১৯

অধ্যায় ৪: সিটি কর্পোরেশনে অন্যান্য আইনের প্রয়োগ ২০

৪.১ সিটি কর্পোরেশনে অন্যান্য আইনের প্রয়োগ ২০

অধ্যায় ৫: বিধি, উপ-আইন ও প্রবিধান প্রণয়ন ২২

৫.১ আইনি উপকরণ: বিধি ২২

৫.২ আইনি উপকরন: প্রবিধান ২২

৫.৩ আইনি উপকরন: উপ-আইন ২৩

৫.৪ আইনি উপকরন: আদেশ ২৩

৫.৫ প্রবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া ২৩

কুইজ - ০২ ..... ২৫

সংযুক্তি -১: ২৫

Acronyms and Abbreviations

সিফোরসি C4C	ক্যাপাসিটি ফর সিটিস (সিটি কর্পোরেশন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত নাম) Capacity for Cities (Nickname of Project for Capacity Development of City Corporations)
জাইকা JICA	জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা Japan International Cooperation Agency
এলজিডি LGD	স্থানীয় সরকার বিভাগ Local Government Division
এলজিআই LGI	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান Local Government Institution
এমওএলজেপিএ MoLJPA	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs
এমওএলজিআরডিএন্ডসি MoLGRD&C	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives

আইন ও আইনি উপকরণ ইত্যাদির সংজ্ঞা

(১) **আইন:**

এ হ্যান্ডবুকে আইন শব্দটি সাধারণত সংসদে প্রণীত আইন বা রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। আইন এবং অধ্যাদেশের কার্যকারিতা একইরকম। আইনত অধ্যাদেশ জারির পর তা সংসদ থেকে পুনরায় পাশ করিয়ে নেয়ার বিধান রয়েছে। বাংলাদেশে পূর্বে দীর্ঘদিন সামরিক শাসনের কারনে ওই সময় জারীকৃত অনেক অধ্যাদেশ পরবর্তীতে সংসদে পাশের মাধ্যমে মূল আইনের অংশ হয়ে গিয়েছে। সিটি কর্পোরেশনগুলোর বেশীর ভাগই পৃথক পৃথক অধ্যাদেশ দ্বারা সৃষ্ট।

(২) **আইনি উপকরণ (বিধি/প্রবিধান/উপ-আইন/আদেশ):**

সাধারণত একটি আইন বা অধ্যাদেশ পরির্পূণভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, উক্ত আইনের অধীনে বিধি, উপ-বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, আদেশ-নির্দেশনা ইত্যাদি জারি করার বিধান আইনেই সন্নিবেশিত থাকে। আইনি কার্যকারিতা ও অগ্রাধিকারের প্রশ্নে, মূল বা প্রাথমিক আইনের পরেই এ সকল বিধি/নির্দেশনার অবস্থান। মূল আইন বা অধ্যাদেশ ব্যতীত এ সকল বিধি, উপ-বিধান ইত্যাদিকে হ্যান্ডবুকে "আইনি উপকরণ" বলে অবহিত করা হয়েছে। সকল আইনি উপকরণ মূল আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতা আছে।

(৩) আইন ও আইনি উপকরণসমূহ সিটি কর্পোরেশনগুলোর আইনি সক্ষমতার ভিত্তি। আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদে পাশ হতে হয়। তবে আইনের অধীনে আইনি উপকরণ প্রণয়ন বা সংশোধন করতে সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। এ আইনি উপকরণগুলো প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষমতা মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা আইন দ্বারা সৃষ্ট সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকে।

অধ্যায় ১: পটভূমি ও উদ্দেশ্য

১.১ পটভূমি

১.১.১ হ্যান্ডবুকের পটভূমি

সিটি কর্পোরেশনগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগ জাইকা'র (JICA) সহযোগিতায় 'Capacity Development of City Corporation (C4C) (সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি সংক্ষিপ্তভাবে C4C নামে পরিচিত এবং নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, গাজীপুর ও রংপুর সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হল স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর আওতায় সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রণীত বিধিমালা, উপ-আইন, প্রবিধান পর্যালোচনা করে বর্তমান আইনের অধীনে প্রণয়ন অথবা প্রয়োজনভেদে পুনঃপ্রণয়ন বা সংশোধন করা। সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ও আইনি উপকরণ প্রণয়নে যারা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে থাকেন, তাদের সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য আইনি পরিকাঠামো বোঝার সুবিধার্থে C4C প্রকল্পের মাধ্যমে হ্যান্ডবুকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.১.২ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন

সিটি কর্পোরেশন আইনটি রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ আকারে ২০০৭/০৮ সালে জারি হয়েছিল। পরবর্তীতে জারীকৃত অধ্যাদেশটিতে সুনির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তন সাধন করার পর সংসদে আইন আকারে পাশ করা হয়। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯-ই হলো সিটি কর্পোরেশন পরিচালনার মূল আইন। সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যক্রম বাস্তবায়ন, রাজস্ব উৎস ইত্যাদি বিষয়বস্তুর উপর যে সকল আইনি উপকরণ (বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইন) প্রণয়ন করা যেতে পারে, সে বিষয়ে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর পাশাপাশি আরো অনেক আইন সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্য প্রযোজ্য যা সিটি কর্পোরেশনগুলো পরিচালনা করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১.১.৩ সিটি কর্পোরেশনসমূহের আইনগত সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

অনেক ক্ষেত্রে এটি স্পষ্ট যে, সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনি সক্ষমতার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে, ২০০৯ সালে প্রণীত সিটি কর্পোরেশন আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হলে এবং এ আইনের সাথে অন্যান্য আইনসমূহ ও আইনের অধীনে প্রণয়নযোগ্য অন্যান্য আইনি উপকরণসমূহ যথা: বিধি, উপ-আইন ও প্রবিধান ইত্যাদি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রণীত হলে এবং তা ব্যবহৃত/প্রয়োগ হলে সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও সেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

১.২ হ্যান্ডবুকের উদ্দেশ্য

১.২.১ হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ

(ক) সিটি কর্পোরেশনের আইনি কাঠামো বিশেষকরে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ ও এর আওতায় প্রণীত আইনি উপকরণগুলো সহজতর করে জানতে/ধারনা পেতে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি;

(খ) এ হ্যান্ডবুকের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এ প্রদত্ত প্রবিধান ও উপ-আইন যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসারে প্রণয়ন করার সক্ষমতা অর্জন।

অধ্যায় ২: সাংবিধানিক কাঠামো এবং সিটি কর্পোরেশন আইন

২.১ বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে সিটি কর্পোরেশন আইন

২.১.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন বাংলাদেশের সংবিধান। দেশের প্রচলিত অন্য সকল আইন, বিধিবিধান, সরকারি আদেশ, নির্দেশনা, কর্মপদ্ধতি সবকিছুই বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

২.১.২ নির্বাচিত ব্যক্তি দ্বারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা

বাাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯ ও ৬০ অনুসারে, প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেকটি প্রশাসনিক ইউনিটে নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে আইন অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হবে। এ অনুচ্ছেদ অনুসারে দেশের প্রত্যেক প্রশাসনিক ইউনিটে আইন প্রণয়ন করে স্থানীয় সরকার গঠন, এর পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সাংবিধানিকভাবে বাধ্য। সংবিধানের এ বিধানের আলোকেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬০ অনুসারে স্থানীয় শাসনের উদ্দেশ্যে সংসদ আইন প্রণয়ন করে এবং স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত আইনগুলো সংবিধানের এ বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতএব, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশনগুলো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা পালন করে থাকে।

২.১.৩ বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশ একটি Unitary অর্থাৎ একক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র। অর্থাৎ মূল রাষ্ট্র ব্যবস্থা এককেন্দ্র ভিত্তিক, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের সুনির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংবিধান ও আইন দ্বারা পরিচালিত। স্থানীয় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠান, সংসদ দ্বারা প্রণীত আইন, মন্ত্রণালয় দ্বারা জারীকৃত আইনি উপকরণ দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। পাশাপাশি, মূল আইনের অনুমোদন সাপেক্ষে, স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয়ভাবে কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে প্রবিধান ও উপ-আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে সংবিধান ও সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর আলোকে এ সকল স্থানীয় আইনি উপকরণগুলোকে সংবিধান ও প্রযোজ্য সকল আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, অন্যথায় এ সকল আইনি উপকরণের বৈধতা থাকবে না।

২.১.৪ সিটি কর্পোরেশন আইন এবং পূর্বের আইন ও আইনি উপকরণসমূহের অবস্থান

যে সমস্ত সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা থেকে পরবর্তীতে সিটি কর্পোরেশন হয়েছে, তাদের জন্য অতীতে প্রযোজ্য পৌরসভা আইন আর বলবৎ থাকে না। সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তর হলে নতুন সিটি কর্পোরেশন আইনের অধীনে সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত বলে গণ্য হয় এবং শুধুমাত্র সিটি কর্পোরেশনের সাথে প্রযোজ্য আইন ও আইনি উপকরণ যথা: বিধি, প্রবিধান বলবৎ বলে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে পাঁচ ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার মধ্যে সিটি কর্পোরেশন অন্যতম। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে নগরায়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় সিটি কর্পোরেশন এখন আইনগতভাবেই একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে স্বীকৃত। যেকোন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মতই সিটি কর্পোরেশনসমূহও তাদের জন্য প্রযোজ্য দেশের সকল প্রচলিত আইন মেনে চলতে বাধ্য।

অধ্যায় ৩: স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯

৩.১ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর পটভূমি

১৯৯০ সাল থেকেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রণীত নীতিমালাগুলোতে সমন্বিত আইনি কাঠামো প্রণয়নের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে, লক্ষ্য ছিল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো যেন তাদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারে, এরই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালের মাঝামাঝিতে বিদ্যমান প্রচলিত সকল আইন ও আইনি উপকরণসমূহ পর্যালোচনা ও পূনঃমূল্যায়ন করে নতুনভাবে প্রবর্তন করার কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের বর্তমান সিটি কর্পোরেশনসমূহ ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পৃথক আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্য প্রযোজ্য সকল আইনকে এক ও অভিন্ন কাঠামোতে এনে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ (এরপর থেকে **'সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯'** হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে) সংসদে পাশ হয়, যা সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য।

৩.১.১ সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর কাঠামো

এ আইনে সর্বমোট ১২৬টি ধারা আছে এবং ছয়টি ভাগে বিভক্ত। আইনের সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারায় ৫৬টি বিষয়ের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এবং তফসিল অংশে ৮টি তফসিল সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি তফসিল মূল আইনের যেকোন একটি ধারার সাথে সংযুক্ত। পাশাপাশি উক্ত আইনে সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে সিটি কর্পোরেশন যে একটি প্রশাসনিক ইউনিট তার ঘোষণাও দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সিটি কর্পোরেশন যে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এ সংস্থা হিসেবে এটির পৃথক আইনি সত্তা ও সম্পত্তি অর্জনের ক্ষমতা রয়েছে সেই ঘোষণাও সিটি কর্পোরেশন আইনে করা হয়েছে।

৩.১.২ বিশ্লেষণী ভাগ

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর পূর্ণাঙ্গ কাঠামো পর্যালোচনা করলে সম্পূর্ণ আইনটি ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে এ ছয়টি ভাগ আইনের সার্বিক প্রায়োগিক বিষয়গুলো নির্দিষ্ট করে। ভাগগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ;

(১) সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধানাবলি
(২) প্রশাসনিক কার্যক্রম সংক্রান্ত বিধানাবলি
(৩) সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলি
(৪) অপরাধ ও শাস্তি বিষয়ক বিধানাবলি
(৫) সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সংক্রান্ত বিধানাবলি
(৬) সিটি কর্পোরেশন আইনের অধীনে আইনি উপকরণ: বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিধানাবলি

ছক নং-০১ এ ছয়টি ভাগের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে;

ছক নং-০১

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর বিশ্লেষণী ভাগ

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর ধারা এবং তফসিল		ধারা	শ্রেণিবিন্যাস
প্রথম ভাগ	প্রারম্ভিক	১-২	
দ্বিতীয় ভাগ	প্রথম অধ্যায়ঃ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি	৩-৬	সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা
	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মেয়র ও কাউন্সিলর সম্পর্কিত বিধান	৭-২৬	
	তৃতীয় অধ্যায়ঃ ওয়ার্ড বিভক্তিকরণ ও সীমানা নির্ধারণ	২৭-৩০	
	চতুর্থ অধ্যায়ঃ নির্বাচন ব্যবস্থাপনা	৩১-৩৬	
	পঞ্চম অধ্যায়ঃ নির্বাচনী বিরোধ	৩৭-৪০	
	ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ কর্পোরেশনের কার্যাবলি	৪১-৪৫	সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কাজ
	সপ্তম অধ্যায়ঃ নির্বাহী ক্ষমতা	৪৬-৬১	
	অষ্টম অধ্যায়ঃ কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী	৬২-৬৯	
তৃতীয় ভাগ	প্রথম অধ্যায়ঃ কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৭০-৮১	
	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ কর্পোরেশনের কর ব্যবস্থাপনা	৮২-৯০	
চতুর্থ ভাগ	প্রথম অধ্যায়ঃ কর্পোরেশনের প্রশাসনিক প্রতিবেদন	৯১	
	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ অপরাধ ও দন্ড	৯২-৯৬	অপরাধ ও দন্ড
পঞ্চম ভাগ	প্রথম অধ্যায়ঃ সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী	৯৭-১০৯	সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী
	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ তথ্যাদি প্রাপ্তির অধিকার	১১০	সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কাজ
	তৃতীয় অধ্যায়ঃ টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, বেসরকারি হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধন	১১১-১১৫	সেবা প্রদান সম্পর্কিত কার্যাবলি
ষষ্ঠ ভাগ	প্রথম অধ্যায়ঃ বিবিধ	১১৬-১২৬	আইনি উপকরণ (ক্ষমতা)
প্রথম তফসিল	সিটি কর্পোরেশনের ভৌগলিক এলাকা		সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা
দ্বিতীয় তফসিল	শপথ বা ঘোষণা		
তৃতীয় তফসিল	বিস্তারিত কার্যাবলি		সেবা প্রদান সম্পর্কিত কার্যাবলি
চতুর্থ তফসিল	কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপণীয় কর, উপকর, রেইট, টোল এবং ফিস		সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কাজ
পঞ্চম তফসিল	এ আইনের অধীনে অপরাধসমূহ		অপরাধ ও দন্ড
ষষ্ঠ তফসিল	যে সকল বিষয় সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করা যাবে		আইনি উপকরণ (বিষয়)
সপ্তম তফসিল	যে সকল বিষয় সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে		
অষ্টম তফসিল	যে সকল বিষয় সম্পর্কে উপ-আইন প্রণয়ন করা যাইবে		

৩.২ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধানাবলি

৩.২.১ প্রতিষ্ঠা

সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশন আইনের ধারা ৩(২) এ বলা হয়েছে সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করে সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং বিধি অনুসারে নতুন এলাকা

অন্তর্ভুক্ত করতে বা বাদ দিতে পারে। তাছাড়া সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, কাউন্সিলর ও মহিলা (সংরক্ষিত) কাউন্সিলর মোট আসনের শতকরা ৭৫ ভাগ নির্বাচিত হলে একটি সিটি কর্পোরেশন যথাযথভাবে গঠিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

৩.২.২ মেয়র ও কাউন্সিলর

মেয়র ও কাউন্সিলরগণের শপথ, সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা, যোগ্যতা, অযোগ্যতা, পদত্যাগ, অপসারণ, অনাস্থা প্রস্তাব, পদ-শূন্য হওয়া, অনুপস্থিতি, ছুটি, সম্মানী, সুবিধা, প্যানেল মেয়র নির্বাচন ইত্যাদি আইনের ধারা ৭ হতে ২৬ এ বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিধানাবলি প্রতিপালনের জন্য নির্বাচন কমিশন, সরকার তথা মন্ত্রণালয় এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দায়বদ্ধ। পাশাপাশি মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অপসারণের জন্য বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট উপায়ে অপসারণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিবেন। যেহেতু সিটি কর্পোরেশন আইনে মেয়র ও কাউন্সিলনগণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সংক্ষিপ্ত আকারে সুনির্দিষ্ট করা আছে, সেহেতু আইনে বর্ণিত উপায়ে বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ অথবা মন্ত্রণালয় কোন বিধি বা আদেশ জারি করে কাজের পরিধি বাড়াতে বা কমাতে চাইলে, তা মূল আইনের বিধানাবলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তাছাড়া অপসারণের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে আপিলের একটি বিধান আইনের ১৩(৪) ধারায় বর্ণিত আছে। মেয়র বা কাউন্সিলরগণ অপসারিত হওয়ার আদেশ পেলে অপসারণের আদেশের বিরুদ্ধে এ বিধান অনুসরণ করে আপিল করতে পারেন।

৩.২.৩ দায়িত্ব হস্তান্তর

আইনের ধারা ২৩ ও ২৪ অনুযায়ী, নির্বাচনের পর নির্বাচিত মেয়র, প্যানেল মেয়র বা অন্য কোন কাউন্সিলর মেয়রের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিলে, পূর্ববর্তী মেয়র, প্যানেল মেয়র বা মেয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলর, তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা কর্পোরেশনের সকল নগদ অর্থ, পরিসম্পদ, দলিল দস্তাবেজ, রেজিস্টার ও সীলমোহর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্মকর্তা কর্তৃক স্থিরীকৃত তারিখ, সময় ও স্থানে নতুন নির্বাচিত মেয়র, বা ক্ষেত্রমতে, মনোনীত প্যানেল মেয়র বা মেয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলরের নিকট কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বুঝাইয়া দিবেন। যদি কেনা মেয়র বা মেয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কাউন্সিলর নির্দিষ্ট সময়ের দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩.২.৪ ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ

ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণের জন্য সিটি কর্পোরেশন আইনের তফসিলে বর্ণিত তালিকা ছাড়াও সরকারি গেজেট দ্বারা প্রকাশ করা যাবে।

৩.২.৫ নির্বাচন

সরকার সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে, মেয়াদোত্তীর্ন হলে এবং কর্পোরেশন বিভক্ত করলে প্রশাসক নিয়োগ দেয়ার এখতিয়ার রাখে। তবে এ নিয়োগের মেয়াদ আইন দ্বারা নির্ধারিত। কোন কারনে মেয়র বা কাউন্সিলর পদ শুন্য হলে, পদশুন্যের নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে। পদ শূন্য হলে তা গেজেট দ্বারা প্রকাশিত হওয়ার বিধান আছে। উল্লেখ্য, আইনের ৩৭(৪) ধারায় বলা আছে কোন আদালত মেয়র ও কাউন্সিলরের নির্বাচন মূলতবী রাখা, দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন হতে বিরত রাখার আদেশ দিতে বা নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারবে।

৩.২.৬ নির্বাচনী বিরোধ

প্রতিষ্ঠা পরবর্তী নির্বাচন ব্যবস্থাপনা, নির্বাচনী বিরোধ নিস্পত্তি ইত্যাদি বিষয় সিটি কর্পোরেশন আইনের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা আছে। এ বিধানাবলি সরকারের নির্বাহী বিভাগের পাশাপাশি, নির্বাচন কমিশনের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আইন অনুসারে একমাত্র কমিশনই নির্বাচন অনুষ্ঠানের এবং নির্বাচন সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ বা বিরোধ নিরসনকল্পে ট্রাইবুন্যাল গঠন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণাঙ্গ এখতিয়ার রাখে।

৩.৩ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কার্যক্রম

৩.৩.১ দায়িত্ব ও কার্যাবলি

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৪১ ধারা থেকে ৯১ ধারা, ১১০ ধারা, ও চতুর্থ তফসিলে কর্পোরেশন পরিচালনা সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি ইত্যাদি সন্নিবেশিত আছে, এর মধ্যে ৪১ ধারার বিধানাবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৪১ ধারার আলোকে

প্রণীত তৃতীয় তফসিলে কর্পোরেশনের বিস্তারিত কার্যাবলি বর্ণনা করা আছে। বিস্তারিত কার্যাবলি তফসিলে বর্ণিত কার্যসমূহের অধিকাংশই সেবা প্রদান সংক্রান্ত। তাই তা আলাদা ভাগে আলোচনা করা হবে। তথাপি সেবাসংক্রান্ত কার্যাবলিগুলো কর্পোরেশনের মৌলিক কার্যক্রমের মধ্যেই পরে এবং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত যে সেবা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম, তা মূল আইনের ধারা ৪১ দ্বারাই আরোপিত। উক্ত ধারায় আরো বলা আছে মেয়র এবং স্থায়ী কমিটির সভাপতিগণ আইনের বিধান অনুযায়ী জনস্বার্থে কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনা করবে এবং যৌথভাবে দায়ি থাকবে। সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে আইনের মূল অংশে কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যেহেতু জনস্বার্থ অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু সকল কার্যক্রমে জনস্বার্থ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে।

৩.৩.২ অতিরিক্ত দায়িত্ব এবং বার্ষিক প্রতিবেদন

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুসারে সরকার যেকোন অতিরিক্ত দায়িত্ব কর্পোরেশনের কাছে অর্পণ বা তার কাছে থেকে নিয়ে নিতে পারবে, তবে সে জন্য বিভিন্ন শর্ত পূরণ করতে হবে। ধারা ৪৩ অনুসারে কর্পোরেশন সরকারের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে বাধ্য। আইন অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ফরমে/ছকে প্রণয়ন এবং পরবর্তী অর্থ-বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের পূর্বে প্রকাশ করতে হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রকাশিত না হলে সরকার বাৎসরিক অনুদান প্রদান বন্ধ রাখতে পারবে। পাশাপাশি প্রতিবেদনের খসড়া ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সার-সংক্ষেপ আকারে সরকারের কাছে উপস্থাপন করতে হবে, যা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে সরকার উপস্থাপন করবে বলে আইনের বিধান রয়েছে।

৩.৩.৩ নাগরিক সনদ প্রদান

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৪৪ ধারা অনুযায়ী, সিটি কর্পোরেশনসমূহ নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, শর্তসমূহ ও সেবা প্রদানের সময়সীমা সম্বলিত নাগরিক সনদ/চার্টার প্রকাশ করতে আইনগতভাবে বাধ্য এবং প্রতি বছর অন্তত একবার তা হালনাগাদ করা উচিত।

৩.৩.৪ নির্বাহী ক্ষমতা

আইনের ৪৬-৬১ ধারায় সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ক্ষমতা অর্থাৎ প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণিত আছে। কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগসমূহ কার্যাবলি যথাযথভাবে পালনের জন্য কর্মবন্টন এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা সর্ম্পকে প্রবিধান প্রণয়ন করার অধিকার রাখে। উক্ত প্রবিধান তারা নিজেরা প্রণয়ন করার পরে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে গেজেট আকারে প্রকাশযোগ্য। কর্মবন্টনের বিষয়ে এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিষয়ে প্রবিধান থাকলে কার্যক্রমের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং কার্যক্রমের সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে ।

৩.৩.৫ কর্পোরেশনের কার্যাবলি সম্পাদন

কর্পোরেশনের সকল কার্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এর স্থায়ী কমিটিসমূহের সভায় অথবা মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত হবে। আইনের ধারা ৪৮ ও ৪৯ অনুসারে কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত সভায় সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার বিধান রয়েছে ।

৩.৩.৬ সাধারণ সভা

কর্পোরেশন সভা সংক্রান্ত বিধান সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৪৯ ধারায় বিস্তারিত বর্ণিত আছে। এটির প্রয়োগ ও প্রতিপালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইন অনুসারে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মেয়র ও কাউন্সিলরগণের শপথ গ্রহণের ত্রিশ দিনের মধ্যে নোটিশ জারি করবেন এবং কর্পোরেশন উহার প্রথম সভা অনুষ্ঠান করবে। কর্পোরেশন প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে যে কোন কার্য দিবসে অন্যূন একবার সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ অব্যবহিত পূর্ববর্তী সভায় নির্ধারিত হবে। কর্পোরেশনের কোন সভায় পরবর্তী তারিখ ও সময় নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে, অথবা অব্যবহিত পূর্ববর্তী সভায় নির্ধারিত কোন সভার তারিখ ও সময়ে কর্পোরেশনের সভা অনুষ্ঠিত না হইলে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের মেয়র স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী কর্পোরেশনের সভা আহ্বান করবেন। কর্পোরেশনের ৫০% সদস্য তলবী সভা আহবানের জন্য মেয়রের বরাবরে লিখিত অনুরোধ জানাইলে তিনি ১৫ দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠেয় একটি সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিয়া সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৭ দিবসের পূর্বে কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণকে নোটিশ প্রদান করিবেন। মেয়র তলবী সভা আহবান করিতে ব্যর্থ হইলে পূর্বোক্ত কাউন্সিলরগণ ১০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় সভা আহবান করিয়া অন্যূন ৭ দিবস পূর্বে কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরগণকে নোটিশ প্রদান করবেন এবং এরূপ সভা কর্পোরেশনের কার্যালয়ে স্থিরীকৃত তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তলবী সভায় নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক

নিয়োগপ্রাপ্ত একজন পর্যবেক্ষক উপস্থিত থাকিতে পারবেন এবং উক্তরূপ তলবী সভা পরিচালনা ও সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত প্রতিবেদন সভা অনুষ্ঠানের ৭ দিবসের মধ্যে দাখিল করিতে হবে।

মেয়র অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি, প্রয়োজন মনে করিলে, যে কোন সময় কর্পোরেশনের সভা আহবান করতে পারবেন। কাউন্সিলরগণের মোট সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কর্পোরেশনের সভার কোরাম গঠিত হবে। কর্পোরেশনের সভার সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত কাউন্সিলরগণের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হবে। প্রত্যেক কাউন্সিলরের একটি করিয়া ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকবে। তাছাড়া এ সভায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাও কর্পোরেশনের অনুমোদন সাপেক্ষে অংশগ্রহন করিতে পারিবেন, তবে তাদের ভোট প্রয়োগের অধিকার থাকবে না।

৩.৩.৭ স্থায়ী কমিটি গঠন ও পরিচালনা

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৫০ ধারা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন নুন্যতম ১৪টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে একটি করে স্থায়ী কমিটি গঠন করবে এবং উক্ত ১৪টি বিষয়ের বাইরেও সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে আরও স্থায়ী কমিটি গঠন করা যাবে।

স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম বাধ্যতামূলকভাবে প্রবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বিধান রয়েছে। তবে এ প্রবিধি প্রণয়নের দায়িত্ব ধারা ১২১ অনুসারে সিটি কর্পোরেশনের যা সরকারের অনুমোদনক্রমে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। প্রবিধান প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে স্থায়ী কমিটির কার্যাবলি নির্ধারণ করা হবে। স্থায়ী কমিটির সুপারিশ কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় বিবেচনার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং এর সকল কার্যক্রম সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হওয়ার বিধান রয়েছে। কমিটিতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারার সুবিধা রয়েছে তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। স্থায়ী কমিটি ছাড়াও যে কোন কাজ সম্পাদন করার জন্য সিটি কর্পোরেশন কমিটি গঠন করতে পারে এবং যে কোন ব্যক্তিকে সাহায্য বা পরামর্শের জন্য প্রয়োজনবোধে সম্পৃক্ত করতে পারে।

স্থায়ী কমিটির বা কর্পোরেশনের সাধারণ সভা কিংবা অন্য যেকোন সভা তা যদি একান্তে অনুষ্ঠিত না হয়, সে সকল সভা জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখার বিধান স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর ধারা ৫৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে প্রবেশাধিকারের বিষয়টি সিটি কর্পোরেশন প্রবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

যে কোন সভায় কাউন্সিলরগণের আচরণ বা স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করা থেকে আইনত বিরত থাকবে এবং উক্ত বিষয়ের উপর ভোটদান করতে পারবে না। সভার কার্যক্রম, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পন্ন করার জন্য কর্পোরেশন প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

৩.৩.৮ চুক্তি ও পূর্তকাজ

সাধারণত যে কোন ক্রয় বা বিক্রয় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুসারে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। ক্রয় চুক্তিসংক্রান্ত বিস্তারিত বিধান সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত আইন প্রাথমিকভাবে অবশ্যই পালনীয়। ক্রয়সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান পালনের পর চুক্তির বিষয়টি সাধারণত চূড়ান্ত হয়। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাধারণ সভায় চুক্তির বিষয়টি অবহিত করে এবং সভায় অনুমোদনের পর উক্ত চুক্তিটি চূড়ান্ত হয়। বিক্রয় চুক্তিও একইভাবে চূড়ান্ত হতে হবে।

সরকার বিধি দ্বারা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পাদিত সকল পূর্ত কাজের পরিকল্পনা, প্রাক্কলন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের বিধান করার অধিকার রাখে অর্থাৎ পূর্ত সংক্রান্ত সকল কাজ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও পাবলিক প্রকিউরমেন্টসংক্রান্ত আইন পালন সাপেক্ষে সম্পাদিত হওয়া বাধ্যতামূলক।

৩.৩.৯ মানবসম্পদ

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধানসমূহ সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর অষ্টম অধ্যায়ে ধারা ৬২-৬৯ এ বর্ণিত আছে। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিক সংক্রান্ত বিধানাবলি এবং তাদের নিয়োগ সম্পর্কিত বিশেষ ক্ষমতা ইত্যাদি মূল আইনের অংশ হলেও চাকরি-বিধি প্রণয়ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের এখতিয়ার। সিটি কর্পোরেশন সরকারকে নিয়োগ বিধি প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করতে পারে।

৩.৩.১০ বাজেট এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা

(ক) কর্পোরেশন তার নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ করার এখতিয়ার রাখে। বিনিয়োগসংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি পৃথক বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(খ) তহবিলে কর্পোরেশনের যাবতীয় আয়, কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ থেকে মুনাফা, সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ হতে প্রাপ্ত অনুদান বা বরাদ্দ সংরক্ষিত হওয়ার বিধান সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৭০ ধারায় বর্ণিত আছে। উক্ত তহবিল থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেতন-ভাতা পরিশোধ এবং সিটি কর্পোরেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় ধারা ৭২ অনুযায়ী করা যাবে। চিত্র-০১ এ কর্পোরেশনের তহবিলের আয়ের উৎস ও তার ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উক্ত তহবিলের উপরে দায় সিটি কর্পোরেশন আইনের ৭৩ ধারায় বর্ণিত রয়েছে। পাশাপাশি আইনের ৭৫ ধারায় তহবিল থেকে জনস্বার্থে সরকার কর্তৃক এতুদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থ ব্যয়ের বিধান বর্ণিত রয়েছে। তহবিলের হেফাজত, বিনিয়োগ, পরিচালনা, প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষ ফান্ড ও অন্যান্য তহবিল স্থাপনের জন্য সরকার বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

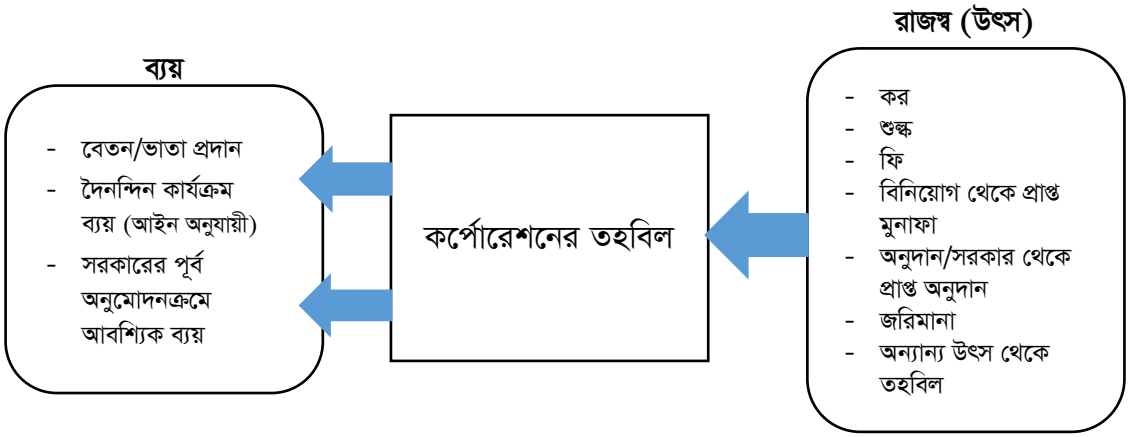

চিত্র ১: কর্পোরেশনের তহবিল সম্পর্কিত ধারণা

(গ) বাজেট

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৭৬ ধারা অনুসারে কর্পোরেশন প্রতি বছর ১লা জুনের আগে আসন্ন অর্থবছরের প্রাক্কলিত আয় ব্যয়ের বিবরণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তুত ও অনুমোদন করার এখতিয়ার রাখে। উক্ত আয়-ব্যয়ের বিবরণী বাজেট বলে অভিহিত হয় এবং তার প্রতিলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। বাজেট প্রণয়নে ব্যর্থ হলে সরকার নির্দেশনা দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করতে পারবে এবং তা কর্পোরেশন অনুমোদিত বাজেট বলে গণ্য হবে। কর্পোরেশন কর্তৃক প্রেরিত বাজেট সরকার ৩০ দিনের মধ্যে আদেশ দ্বারা পরিবর্তন করতে পারবে এবং তা অনুমোদিত বাজেট বলে গণ্য হবে।

আইনের ৬ষ্ঠ তফসিল অনুসারে সরকার বাজেটের ফরম ও পদ্ধতি, বাজেট পেশ, বিবেচনা ও অনুমোদনের পদ্ধতি, সভা আহবান ও বাজেট সংশোধনের পদ্ধতি বিষয়ে বিধি প্রণয়ন ও জারি করতে পারবে। বর্তমানে বাজেট সম্পর্কে ২টি পুরাতন বিধিমালা বয়েছে: বেঙ্গল মিউনিসিপাল একাউন্টস রুলস ১৯৩৫ এবং ঢাকা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বাজেট রুলস ১৯৭৪, যার প্রয়োগ এখন কোন সিটি কর্পোরেশনেই নেই বললেই চলে। এ বিধিমালাগুলো বর্তমানে অসময়োপযোগী ও সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয় বিধায় উক্ত বিধিমালাসমূহ হালনাগাদ করা প্রয়োজন। বিধিমালাসমূহ হালনাগাদ বা নতুন বিধি জারি হওয়ার আগ পর্যন্ত মূল আইনের ৭৬ ধারায় বর্ণিত বিধানাবলি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে।

(ঘ) হিসাব

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ধারা ৭৭ অনুসারে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণে কর্পোরেপশন বাধ্য। প্রতি অর্থ বছরের শেষে একটি বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করে নির্ধারিত ছকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করতে হয়। উক্ত হিসাব জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গিয়ে দেয়ার বিধান আছে। হিসাবসংক্রান্ত বিষয়ে জনগণের নিকট হতে প্রাপ্ত আপত্তি ও পরামর্শ কর্পোরেশন বিবেচনায় নেয়ার বিধান আছে। প্রস্তুতকৃত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, মাসিক ও বার্ষিক হিসাব প্রণয়ন, পরীক্ষা, প্রত্যয়ন ও প্রকাশনা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। পাশাপাশি আইন অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষা বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করার এখতিয়ারও সরকারের রয়েছে। হিসাব নিরীক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদনে অর্থ আত্মসাৎ, তহবিলের লোকসান, অপচয় ও অপপ্রয়োগ, হিসাবরক্ষণে অনিয়ম এবং এতে দায়ী ব্যক্তিদের নাম উল্লেখের বিধান আছে।

(ঙ) ঋণ

ঋণ সংক্রান্ত বিষয়টি সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৭৯ ধারায় বর্ণিত আছে। ঋণ গ্রহন করতে হলে সিটি কর্পোরেশনকে (Local Authorities Loans Act, 1914) এবং আপাতত বলবৎ বিধি, প্রবিধান সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবিক অর্থে প্রচলিত আইন অনুসারে এ ধরণের ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব অনুমোদনের বিধান রয়েছে। সরকার ঋণ পরিশোধসংক্রান্ত তহবিল গঠনের প্রয়োজন হলে বিশেষ ফান্ড (Sinking Fund) স্থাপনসংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করতে পারে। পাশাপাশি ঋণসংক্রান্ত আরও বিস্তারিত বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। ঋণসংক্রান্ত বিষয়ে নতুন বিধিমালা প্রণীত হলে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সহজতর হবে।

(চ) সম্পত্তি

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৮০ ধারায় কর্পোরেশনের সম্পত্তিসংক্রান্ত বিষয়ে বর্ণিত আছে। সরকার সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন, হস্তান্তর, অধিগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। কর্পোরেশন তার মালিকানাধীন সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন এবং কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। তবে সম্পত্তি দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা, অর্জন, হস্তান্তর করতে সরকারের পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতি বছর সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান করতে কর্পোরেশন বাধ্য।

(ছ) রাজস্ব ও কর

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৮২ থেকে ৯০ ধারায় কর সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত বিষয়ের উপর প্রবিধান প্রণয়ন সাপেক্ষে কর আরোপ করা যাবে। যেমন: ইমারত, সম্পত্তি হস্তান্তর বা মূল্যের উপর কর, ইমারত নির্মাণ ও পূণঃনির্মাণের উপর কর, ব্যবসা/বাণিজ্য, জন্ম-বিবাহ উৎসব উদযাপন, ভোজ, বিজ্ঞাপন, বিনোদন, মেলা ইত্যাদির উপরে কর, ময়লা নিষ্কাষণ এর জন্য রেইট, জনসেবার জন্য রেইট, পশু জবাই দেয়ার জন্য রেইট, স্কুল ফিস, কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স অনুমোদন বা নবায়নের জন্য ফিস বা সরকার কর্তৃক আরোপনীয় কর ইত্যাদি। সকল কর গেজেটে প্রকাশ করতে হবে, আরোপিত কর আদায়ের জন্য সিটি কর্পোরেশন ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং তা সরকারি দাবী হিসেবে আদায়যোগ্য। কর নিরূপনের জন্য কর্পোরেশন নোটিশের মাধ্যমে যেকোন ব্যক্তিকে তথ্য সরবরাহ করতে দলিলপত্র, হিসাব বই ইত্যাদি দাখিল করতে নির্দেশ দিতে পারবে। কর নিরূপনের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি আপীল করতে পারবে। কর ও রাজস্ব বিষয়ে সরকার উক্ত আইন অনুসারে বিধি প্রণয়ন করার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা রাখে।

৩.৩.১১ নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ

সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম প্রতিবেদন আকারে সরকারের কাছে দাখিলের বিধান সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৯১ ধারায় উল্লেখ রয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন বিক্রয়ের জন্য কর্পোরেশনের কার্যালয়ে রাখা হবে। এছাড়া আইনের ১১০ ধারায় কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিষয়ে যে কোন তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সকল নাগরিকগণের আছে। তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত প্রবিধান জারি করার অধিকার সিটি কর্পোরেশনের রয়েছে। তবে, সাধারণ সভায় ও স্থায়ী কমিটির সভায় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত প্রবিধান প্রণয়নের সময় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং সিটি কর্পোরেশন আইনের ধারা ১১০ ও ৯১ বিবেচনায় নিতে হবে এবং ধারা ৫৪ ও ৪৯ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করতে হবে। ইতোমধ্যেই বিশেষজ্ঞ নাগরিকগণকে কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটি ও সাধারণ সভার কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার সুযোগ আইনে উল্লেখ আছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কর্পোরেশনের কার্যক্রমে নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তি,

সম্পৃক্তকরণ ও নানান ধরনের তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করার বিষয়ে উক্ত আইন কর্পোরেশনকে উৎসাহিত ও বাধ্য করেছে এবং এর মাধ্যমে জবাবদিহিতা ও গণআস্থা নিশ্চিত হয়েছে।

৩.৩.১২ প্রতিবেদন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ

সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা, স্থায়ী কমিটির সভা ইত্যাদি লিপিবদ্ধকরণ ও নথিপত্র সংরক্ষনের বিধান আইনের ৫৭ ও ৬১ ধারায় উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া আইনের ধারা ৭৭ এ আয়-ব্যয়ের হিসাব ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংরক্ষণেরও বিধান আছে। এর পাশাপাশি বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী ও তা বিক্রয়ের বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক কর্পোরেশনের যেকোন রেকর্ড পরিদর্শনের ক্ষমতা আইনের ১০৩ ধারায় বর্ণিত আছে। সঠিকভাবে তথ্য-উপাত্ত ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ-এর বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এ অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আতএব পরিলক্ষিত হয় যে, প্রতিবেদনের বিষয়টি কর্পোরেশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৩.১৩ বিবিধ

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ধারা ১১৬ অনুসারে কর্পোরেশনের মেয়র বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কোন আদেশ দেয়ার ফলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের কাছে আপীল করতে পারেন। যদিওবা আইনে আছে আপীলের বিষয় সরকারের সিদ্ধান্ত-ই চূড়ান্ত এবং এর বিরুদ্ধে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না, তারপরও আমরা জানি যে উচ্চ আদালতে রিট মামলা নেয়ার এখতিয়ার এ বিধান দ্বারা ক্ষুন্ন হয় না। সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ১১৭ ধারায় সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি করে উক্ত আইন বা বিধির যেকোন ক্ষমতা বিভাগীয় কমিশনার বা তার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করতে পারবে। আইনের ১১৮ ধারার অধীনে সংরক্ষিত যাবতীয় রেকর্ড/রেজিষ্টার স্বাক্ষ্য আইন (Evidence Act 1872) যে অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (Public Document) বলা হয়েছে সে অর্থে রেকর্ড হিসেবে বিবেচিত হবে। আইনের ১১৯ ধারা অনুসারে মেয়র, কাউন্সিলর ও অন্যান্য সকল কর্মকর্তা কর্মচারী দন্ডবিধির ২১ ধারায় যে অর্থে জনসেবক (Public Servant) বলে সংজ্ঞায়িত হয়েছেন সে অর্থে জনসেবক বলে গণ্য হবেন।

৩.৪ সেবা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম

৩.৪.১ জনগণের জন্য প্রদত্ত সেবা

সিটি কর্পোরেশনের সকল কার্যক্রম জনস্বার্থমূলক এবং জনসেবামূলক। তথাপি সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুসারে নির্বাহী ক্ষমতার প্রয়োগ ও কার্য পরিচালনা সেবামূলক হওয়ার লক্ষ্যে কর্পোরেশনকে আইনের বিধান দ্বারা বাধিত করা হয়েছে। সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলি সিটি কর্পোরেশন আইনের ধারা ৪১ ও ৩য় তফসিলে বর্ণিত আছে। বিস্তারিত কার্যাবলি হিসেবে বর্ণিত বিষয়সমূহের মধ্যে কিছু বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে সেবা প্রদান বিষয়ক আর কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হিসেবে তার কার্যাবলির মধ্যে পরে।

৩.৪.২ গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ

সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জনস্বাস্থ্য, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ নিবন্ধন, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র-মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনায় সহায়তা করা, পানি সরবরাহ, পানি নিষ্কাশন সংক্রান্ত সেবা প্রদান, পার্ক উন্নয়ন, বাজার উন্নয়ন, চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা, কবরস্থান, শ্মশানঘাট ইত্যাদি ব্যবস্থা সেবামূলক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত যা আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত আছে।

৩.৪.৩ অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুসারে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজসেবা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জননিরাপত্তা, উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সেবাগুলো প্রদান করাও কর্পোরেশনের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধন করতে পরিমার্জন, পরিবর্তন বা সংযোজন করা সম্ভব। ক্ষেত্রবিশেষে সেবাপ্রদানমূলক কার্যক্রমগুলো এবং দায়িত্ব যদিওবা সিটি কর্পোরেশনের অনুশাসনের মধ্যে পড়ে, তবে কিছু কিছু কার্যক্রম আইন দ্বারা সিদ্ধ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে। যে সমস্ত সিটি কর্পোরেশনে সেবা প্রদানসংক্রান্ত কার্যক্রমগুলো অন্য আইন বা সংস্থার অধীনে, সে সমস্ত সিটি

কর্পোরেশনগুলো ঐ সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় করে নির্ধারিত সেবাগুলো প্রদান করতে পারে অথবা সেবা প্রদানে সহযোগিতা করতে পারে। যদি কোন নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের জন্য তফসিলে বর্ণিত কার্যক্রমটি একেবারেই অন্য কোন সংস্থার অধীভুক্ত হয় তখন সেটি ছাড়া সিটি কর্পোরেশন অন্যান্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

৩.৪.৪ নিয়ন্ত্রক সংস্থা-সংক্রান্ত বিধানাবলি

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুসারে সেবা প্রদানের পাশাপাশি কর্পোরেশন কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা পালন করে থাকে। উক্ত আইনের ধারা ১১১ থেকে ১১৫ অনুযায়ী, সিটি কর্পোরেশনের অধীনে টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ও বেসরকারি হাসপাতাল ইত্যাদির নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। কর্পোরেশন যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধন দিয়ে থাকে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ভূমিকা রাখে। তাছাড়া আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত কিছু বিষয়ে কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা পালন করে, যেমন: নগর পরিকল্পনা, বিপদজনক ইমারত নিয়ন্ত্রণ, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, সরকারি-বেসরকারি বাজার, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য, বিপদজনক এবং ক্ষতিকারক ব্যবসা বাণিজ্য, অবৈধভাবে সড়ক, ভূমি ইত্যাদিতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ। জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অনেক বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনগুলো নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩.৫ অপরাধ ও শাস্তি

৩.৫.১ সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর অধীনে অপরাধ ও শাস্তিসমূহ

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৫ম তফসিলে বিভিন্ন অপরাধের কথা বর্ণিত আছে। উক্ত আইনের ধারা ৯২ অনুসারে প্রণীত ৫ম তফসিল ছাড়াও অন্যান্য বিধানে কিছু অপরাধের কথা বলা হয়েছে, যেমন: ধারা ২৩ অনুসারে দায়িত্ব হস্তান্তরে মেয়র ও কাউন্সিলরগণ ব্যর্থ হলে বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, ধারা ৩৫ অনুসারে নির্বাচনী অপরাধের জন্য অন্যূন ৬ মাস এবং অনধিক ৭ বছর কারাদন্ড ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য অনধিক ৬ মাস বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ইত্যাদির বিধান আছে। যেসকল অপরাধের জন্য এ আইনে নির্দিষ্ট দন্ডের কথা উল্লিখিত নেই, সেইসব ক্ষেত্রে অনধিক ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড প্রদান করা যাবে। পাশাপাশি ৫ম তফসিল অনুসারে সরকার বিধি দ্বারা কোন কাজকে অপরাধ হিসেবে বর্ণিত করলে তা উক্ত আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে বর্ণিত হবে। ৫ম তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহের তালিকা বেশ বিস্তারিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা, অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা, ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি-মিনতি করা, শব্দ-দূষণ, প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যাতিরেকে কোন এলাকার উন্নয়ন ইত্যাদি এ আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৩.৬ সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

৩.৬.১ সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর অধীনে সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত সরকাররের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

উক্ত আইন এর ধারা ৯৭ থেকে ১০৯-এ সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কে সরকাররের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন: নথিপত্র ইত্যাদি তলব ও পরিদর্শন, প্রশাসনিক নির্দেশ, বে-আইনি কার্যক্রম বাতিল, কর্পোরেশনের কোন বিশেষ বিভাগ বা সংস্থার কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ, কারিগরি তদারকি ও পরিদর্শন। সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ধারা ১০৫ অনুসারে সরকার দিকনির্দেশনা ও তদন্ত করার ক্ষমতা রাখে এবং পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে স্থায়ী আদেশ জারি করার ক্ষমতাও রাখে। সরকারের ক্ষমতার মধ্যে কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে গাফিলতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, কর্পোরেশনের গঠন বাতিল ও পুণঃনির্বাচন (ধারা ১০৮) ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। আইন অনুসারে সরকারের সিদ্ধান্ত সিটি কর্পোরেশনের জন্য অবশ্য পালনীয়। সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে প্রণীত আইনের প্রযোজ্য বিধানগুলো প্রয়োগে সরকার ও কর্পোরেশন উভয় পক্ষের সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্চনীয়।

৩.৭ আইনি উপকরণ (বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইন)

৩.৭.১ সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর অধীনে বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইন

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর অধীনে ৪ ধরনের আইনি উপকরণ প্রণয়নের আইনগত ভিত্তি আছে যথা: ১২০ ধারায় বিধি, ১২১ ধারায় প্রবিধান ও ১২২ ধারায় উপ-আইন। এ ৩টি ছাড়াও সরকারের বা নির্বাচন কমিশনের আইনের যেকোন আদেশ,

নির্দেশনা বা অনুশাসন যাকে আমরা সংক্ষেপে আদেশ বলে বর্ণনা করতে পারি। বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন ও আদেশ এ ৪ ধরণের আইনি উপকরণ সরকার বা সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, দপ্তর বা নির্বাচন কমিশন থেকে প্রণয়ন হতে পারে। এ ধরনের আইনি উপকরণ প্রণয়ন সম্পর্কে হ্যান্ডবুকের অধ্যায়-৫ এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

৩.৭.২ পূর্ববর্তী আইনসমূহ বাতিলকরণ

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ সিটি কর্পোরেশন-সম্পর্কিত পূর্ববর্তী সকল আইন ও অধ্যাদেশ বাতিল করেছে। তবে, বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইনগুলো বর্তমান সিটি কর্পোরেশন আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে নতুন করে আইনি উপকরণ প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ বলে বিবেচিত হবে।

৩.৭.৩ সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর গুরুত্ব

সর্বমোট ৬টি ভাগে বিভক্ত ও ১২৬টি ধারা নিয়ে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ একটি বিস্তারিত এবং সাংবিধানিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন। উক্ত আইন সম্পর্কে সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। এ আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কর্পোরেশনগুলোর সম্পূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। কর্পোরেশনগুলো জনগণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এ আইন সম্পর্কে কর্পোরেশনের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা, কর্মচারী, নাগরিকবৃন্দ ও সরকারের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত সকল ব্যক্তিবর্গের পরিপূর্ণ ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ।

কুইজ - ০১

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী নিচের কোন কাজগুলি সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য।

কার্যক্রম	প্রযোজ্য/প্রযোজ্য নয়
জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ নিবন্ধন	
শহরে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ	
ড্রেনেজ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ	
জনসমাগম এলাকা থেকে বর্জ্যসংগ্রহ এবং অপসারণ	
ব্যক্তিগত জমিসংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা	
টেকসই পরিবেশ এবং সর্বোত্তম সবুজ কাভারেজ নিশ্চিত করা	
স্বাস্থ্য কেন্দ্র/হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করা	
জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিদেশীদের আক্রমন থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা	
বানিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত নৌকা এবং অন্যান্য জলযানের জন্য লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্সের জন্য ফি নির্ধারণ।	
মাস্টার প্লান তৈরি, সরকারের কাছে অনুমোদন গ্রহন এবং তা বাস্তবায়ন করা।	
বাংলাদেশের মধ্যবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী	
কমিউনিটির উন্নয়ন ও জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে নাগরিক শিক্ষা ও তথ্য সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপন।	
নাগরিকদের শরীর চর্চা ও খেলাধূলার বিষয়ে উৎসাহিত করা	

অধ্যায় ৪: সিটি কর্পোরেশনে অন্যান্য আইনের প্রয়োগ

৪.১ সিটি কর্পোরেশনে অন্যান্য আইনের প্রয়োগ

৪.১.১ অন্যান্য প্রচলিত আইনসমূহ

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ ব্যতীত দেশে প্রচলিত আরও অনেক আইন সিটি কর্পোরেশনসমূহের কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রয়োগ হয়। C4C প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রাথমিক জরিপে কর্পোরেশনের কর্মকান্ডের সাথে সম্পর্কিত ২৫টি আইন ও অধ্যাদেশ শনাক্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ General Clauses Act 1897 এর ধারা ৩ (২৮) এ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলতে বোঝানো হয় পৌরসভা, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বা এমন কোন কর্তৃপক্ষ যা আইন দ্বারা গঠিত এবং স্থানীয় তহবিলের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ। সে সূত্রে সিটি কর্পোরেশনও উক্ত আইনে সংজ্ঞায়িত কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞায় পড়ে। Municipal Taxation Act 1881 and Local Authorities Taxation Act 1941 এর অধীনে প্রথমটিতে সামরিক ব্যক্তিবর্গের উপরে কর আরোপের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আইনটিতে রেলওয়ে ভূমির উপর কর প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য আইনেও সিটি কর্পোরেশনগুলোকে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যেমন: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ এবং দেয়াল লিখন ও পোস্টার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২।

৪.১.২ প্রায়োগিক অন্যান্য আইন মেনে চলার বাধ্যবাধকতা

সার্বিক ও দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনগুলো কিছু সুনির্দিষ্ট আইন/বিধিমালার বিধান মেনে চলতে বাধ্য, যেমন: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮। কর্পোরেশনগুলো যেকোন ধরণের ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ দুটি আইন ও বিধিমালা মেনে চলতে বাধ্য।

৪.১.৩ সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর অধীনে অন্যান্য আইনি উপকরণসমূহ

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুসারে এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন থেকে উদ্ভুত সকল আইনি উপকরণ যথা: বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন ও আদেশ ইত্যাদি পর্যালোচনায় প্রাথমিকভাবে ৩৩টি বিধি (তালিকার জন্য সংযুক্তি-১ দেখুন), ২টি খসড়া প্রবিধান ও একই বিষয়ে ৪টি উপ-আইনের (মার্কেট উপ-আইন) রয়েছে। এর মধ্যে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত বিধি ৫টি, পরিচালনা-সংক্রান্ত বিধি ২টি, কর ও অর্থ বিষয়ক বিধি ৮টি, ইমারত নির্মাণ-সংক্রান্ত বিধি ৩টি, কর্ম ও মানবসম্পদ বিষয়ক বিধি ১০টি ও অন্যান্য বিষয়ে ১০টি বিধি রয়েছে। এ সকল বিধিসমূহের মধ্যে বেশির ভাগই বর্তমানে অপ্রচলিত এবং ব্যবহারযোগ্য নয়। অপ্রচলিত ও অব্যবহৃত বিধিগুলো রহিত করে সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর বিধানাবলি প্রতিপালনে নতুন বিধি প্রণয়ন ও জারি করলে তা সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। বর্তমানে বলবৎ ও প্রচলিত কোন প্রবিধান নেই তবে ৪টি উপ-আইন রয়েছে। সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৭ম ও ৮ম তফসিলে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন ও জারি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর বাস্তবায়নে ও কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪.১.৪ অন্যান্য আইনি উপকরণ: নির্দেশিকা, আদেশ, নির্দেশনা ও অনুশাসন

আইনি উপকরণ হিসেবে কিছু নীতিমালা, আদেশ, নির্দেশনা, অনুশাসন প্রাথমিকভাবে পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে ১৭টি আদেশ গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যার সবগুলোই বর্তমানে বলবৎ আছে। গেজেট নোটিফিকেশন ব্যতীত আদেশসমূহের মধ্যে অনেক আদেশই আদৌ প্রচলিত আছে কিনা এবং ব্যবহৃত হয় কিনা এ বিষয়গুলি স্পষ্ট নয়।

৪.১.৫ আদেশের সার্বিক কার্যকারিতা

প্রায়োগিক প্রেক্ষাপট থেকে অনেক আদেশের কার্যকারিতা আছে কি না তা মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে সমন্বয় করার মাধ্যমে জানা প্রয়োজন। প্রতিটি আদেশই যদি আরেকটি আদেশ দ্বারা রহিত না হয় তাহলে কার্যকর বলে ধরে নেওয়া হয়। সুতরাং সর্বশেষ আদেশসমূহ পর্যালোচনা করে কোনটি কার্যকর তা নির্ধারণ করতে হবে।

৪.১.৬ সারাংশ

প্রচলিত সাংবিধানিক অনুচ্ছেদ, আইন ও অধ্যাদেশ এবং এগুলো হতে সৃষ্ট আইনি উপকরণ সিটি কর্পোরেশনগুলোর আইনি সক্ষমতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি, সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর সাথে প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোন আইন যদি সরকারের সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক আদেশ, অনুশাসন, নির্দেশনা ইত্যাদি মূল আইন বা সাংবিধানিক অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তবে সেগুলি বৈধ এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্য সরাসরি প্রয়োগযোগ্য যা আইনি সক্ষমতার জন্য প্রয়োজন।

অধ্যায় ৫: বিধি, উপ-আইন ও প্রবিধান প্রণয়ন

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুসারে আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে মূল আইন থেকে আরো আইনি উপকরণ প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য আইন থেকেও কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য আইনি উপকরণ প্রণীত হতে পারে। নিম্নে সুনির্দিষ্ট কিছু আইনি উপকরণ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো।

৫.১ আইনি উপকরণ: বিধি

বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইনকে সাময়িকভাবে সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর অধীনে আমরা আইনি উপকরণ হিসেবে নাম দিতে পারি। যদিওবা মূল আইনে আইনি উপকরণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি, তথাপি বোঝার সুবিধার জন্য আইনি উপকরণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ১২০ ধারায় ও আইনের মূল অংশে অনেক সুনির্দিষ্ট ধারায় বিধি প্রণয়ন/জারির কথা বলা হয়েছে। বিধি প্রণয়নের জন্য ১২০ ধারায় সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, অন্যান্য অনেক ধারাতেও বিধি প্রণয়নের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। তবে সকল ক্ষেত্রেই বিধি প্রণয়নের বিষয়টি সরকারের এখতিয়ার। সুনির্দিষ্টভাবে কি বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা যেতে পারে তা সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৬ষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত আছে। এর বাইরেও যেকোন বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা যাবে তবে সকল বিধি গেজেট নোটিফিকেশন দ্বারা প্রকাশিত হতে হবে। সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর বাইরেও অন্যান্য আইন যদি কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য হয় তবে উক্ত আইনের অধীনে জারীকৃত বিধিসমূহও সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রতিপালন ও অনুসরণযোগ্য। বর্তমানে চাকরিবিধিসহ ৬ষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত অনেক বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনসমূহের বিধি প্রণয়ন করতে হবে। কিছু কিছু সিটি কর্পোরেশনে শুধুমাত্র ওই সমস্ত কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য বিষয়ে বিধি প্রণীত হয়েছে, পাশাপাশি একই বিষয়ের উপরে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে কোন জারীকৃত বিধি নেই। যেহেতু এ সকল বিধি প্রণয়নের বিষয়ে সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বিধিসমূহ প্রণীত হলে আইনি সক্ষমতা সমৃদ্ধ হবে। সরকার ছাড়াও নির্বাচন কমিশন নির্বাচন বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করার এখতিয়ার রাখে।

৫.২ আইনি উপকরন: প্রবিধান

৫.২.১ প্রবিধান

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ১২১ ধারায় প্রবিধান প্রণয়নের বিষয়টি বর্ণিত আছে। এ ধারার আলোকে আইনের ৭ম তফসিলে প্রবিধানযোগ্য বিষয়গুলো তালিকাভুক্ত আছে। তফসিলের তালিকার বাইরেও আইনের মূল অংশে প্রবিধান প্রণয়নের কথা বলা আছে, প্রবিধান বিধি হতে ভিন্ন একটি আইনি উপকরণ।

৫.২.২ বিধি ও প্রবিধানের পার্থক্য

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুসারে বিধি ও প্রবিধানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো - বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারের এবং অপরদিকে প্রবিধান সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রণীত হবে এবং সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে জারি হবে। সিটি কর্পোরেশন তাদের জন্য প্রযোজ্য কোন বিষয়ের উপর প্রবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে খসড়া তৈরী করবে এবং সাধারণ সভায় পাশ করবে, তারপর অনুমোদন ও গেজেটে প্রকাশের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করবে। সে অর্থে প্রবিধান হলো সিটি কর্পোরেশনের প্রণীত স্থানীয় আইন যা সিটি কর্পোরেশন আইনের অধীনে একটি আইনি উপকরণও বটে। প্রবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত নেই, তবে সাধারণ সভার কার্যক্রম সম্পর্কে যেভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে অনুমিত হয় প্রবিধান প্রণয়নের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হচ্ছে খসড়া প্রবিধান লিপিবদ্ধ হওয়ার পরে উক্ত প্রবিধান সাধারণ সভায় পাশ করতে হবে। অতঃপর তা সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে এবং অনুমোদনক্রমে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত প্রবিধান সর্বসাধারণের জন্য জারি হবে।

৫.২.৩ প্রবিধান ও উপ-আইনের তালিকায় পুনরাবৃত্তি

আইনের ৭ম তফসিলে প্রবিধানের তালিকাটি বেশ বিস্তারিত - ২৩টি বিষয় বর্ণিত আছে। পাশাপাশি আইনের মূল অংশে প্রবিধান প্রণয়ণের বিষয় বর্ণিত আছে, প্রবিধান প্রণয়নযোগ্য বিষয়গুলোর সাথে ৮ম তফসিলে বর্ণিত উপ-আইনের বিষয়ের বেশ মিল রয়েছে। এর কারণ হল, কিছু বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়নে ব্যর্থ হলে সরকার সে সকল ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনকে উপ-আইন প্রণয়ন করতে নির্দেশ দিতে পারে। প্রবিধান ও উপ-আইনের মধ্যে পার্থক্য হলো উপ-আইন সরকারি আদেশের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশন প্রণয়ন করতে পারে এবং প্রবিধান সিটি কর্পোরেশন স্ব-উদ্যোগে প্রণয়ন করতে পারে।

৫.৩ আইনি উপ-০ড় করণ: উপ-আইন

৫.৩.১ উপ-আইন

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ১২২ ধারায় উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বর্ণিত আছে। উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সিটি কর্পোরেশন প্রাথমিক এখতিয়ার রাখে তবে উপ-আইনের ক্ষেত্রে এ এখতিয়ারটির চর্চা হয় সরকারের নির্দেশক্রমে। ৮ম তফসিলে বর্ণিত বিষয়ে এবং যে সকল বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ও পরিপূরক সে সকল বিষয়ে উপ-আইন প্রণয়নের বিধান আছে। সরকারের নির্দেশনা প্রাপ্ত হওয়ার পর সিটি কর্পোরেশনকে উপ-আইন প্রণয়ন করে তা পুনরায় সরকারের অনুমোদন পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে প্রেরণ করতে হয়। অনুমোদন সাপেক্ষে নির্দেশিত বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের প্রণীত উপ-আইন গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। ৮ম তফসিলে বর্ণিত উপ-আইন প্রণয়নযোগ্য বিষয়গুলোর সাথে একই বিষয়ে যদি ৭ম তফসিলে বর্ণিত থাকে, সেক্ষেত্রে ৭ম তফসিল অনুযায়ী প্রবিধান প্রনীত হয়ে থাকলে, একই বিষয়ে উপ-আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে উপ-আইন থাকলে একই বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়নের প্রয়োজন নেই।

৫.৪ আইনি উপকরণ: আদেশ

৫.৪.১ আদেশ

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুসারে সরকার কর্পোরেশনের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ করে প্রশাসনিক বিষয়ে নথিপত্র তলব ও পরিদর্শন শেষে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কর্পোরেশনের কোন কার্যক্রম বেআইনি, অনিয়মতান্ত্রিক বা ত্রুটিপূর্ণ হলে আদেশ প্রদানের আইনগত ক্ষমতা রাখে। সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর আরও অনেক ধারায় সরকার কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের অধিকার, এখতিয়ার, বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের আদেশ-নির্দেশনা জারির বিধান রয়েছে। যে সমস্ত আদেশ-নির্দেশনা জনগণের অবগতির জন্য প্রকাশ্যে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা থাকে তা গেজেট আকারে প্রকাশের আইনগত ব্যাধ্যবাধকতা রয়েছে। গেজেট প্রকাশের বাইরেও আদেশ নির্দেশনা জারি করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেক বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা এবং সিদ্ধান্ত ও আদেশ সিটি কর্পোরেশন আইনের বাইরেও জারি করা হয়। এ সকল আদেশ সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম প্রযোজ্য আইনি উপকরণ। কোন আদেশ নির্দেশনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে প্রয়োজনবোধে সরকার কর্পোরেশন বা অন্যান্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শ করতে পারে। পরামর্শ করার আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকলে তা অবশ্য পালনীয়। তবে বাধ্যবাধকতা না থাকলেও তা সরকার চাইলে পরামর্শ করতে পারে।

৫.৫ প্রবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া

প্রবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি উপযোগী প্রক্রিয়া নিম্নে প্রস্তাবিত হলো:

৫.৫.১ প্রবিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকরণ

খসড়া প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে, যে বিষয়ে প্রবিধানটি প্রণয়ন করা প্রয়োজন, প্রাথমিকভাবে উক্ত বিষয়টি চিহ্নিত করতে হবে। উক্ত বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কিংবা স্থায়ী কমিটি বিষয়টি কর্পোরেশনের সভায় উত্থাপন করবেন। উত্থাপিত বিষয়টি প্রথমত অভ্যন্তরীণভাবে আলোচনা করা হবে, প্রয়োজনবোধে উক্ত বিষয়ের উপরে প্রাথমিক জরিপ বা পর্যালোচনার পরে প্রবিধান প্রণয়নের জন্য তা নির্ধারণ করা হবে।

৫.৫.২ প্রবিধান প্রণয়নের জন্য সিদ্ধান্ত

আলোচনা ও জরিপের পর, সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে প্রবিধান প্রণয়নের জন্য প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রয়োজনবোধে প্রবিধানের খসড়া লিপিবদ্ধ করতে একটি টেকনিক্যাল (কারিগরী) কমিটি গঠন করতে হবে। অত্র বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিকে এ সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াতে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি সাধারণ কমিটির জন্য বিবেচ্য বিষয় হবে।

৫.৫.৩ প্রবিধানের খসড়া প্রস্তুত করার প্রস্তুতি

প্রক্রিয়ার এ ধাপটিতে প্রবিধান লিপিবদ্ধ করার জন্য উক্ত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হবে। উক্ত বিষয়ে কোন প্রবিধান যদি অন্য কোথাও থেকে থাকে, তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি তা পর্যালোচনা করবেন এবং প্রবিধান প্রণয়ন বিষয়ে একটি সময় ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবেন।

৫.৫.৪ প্রবিধানের প্রথম খসড়া

কোন প্রযোজ্য এবং সহজলভ্য (যদি থেকে থাকে) মডেল প্রবিধানের উপর ভিত্তি করে প্রবিধানের প্রথম খসড়া তৈরি করা হবে। প্রাথমিক খসড়া লিপিবদ্ধ হওয়ার পরে উক্ত খসড়া প্রযোজ্য স্থায়ী কমিটির বিচার বিশ্লেষণ এবং উক্ত প্রস্তাবিত প্রবিধান বিষয়ে সাধারণ জনগণের প্রতিক্রিয়া বা মতামত জানার জন্য খসড়াটি অনলাইন বা গণশুনানী আকারে প্রকাশিত হবে।

৫.৫.৫ প্রবিধানের দ্বিতীয় খসড়া

প্রাথমিক খসড়াটি প্রাপ্ত পরামর্শ ও মন্তব্য অনুযায়ী সংশোধন করা হবে। সংশোধনের পরে প্রবিধান প্রণয়নের জন্য গঠিত টেকনিক্যাল/কারিগরি কমিটি দ্বারা খসড়াটি পর্যালোচনা করে তা দ্বিতীয় খসড়া আকারে সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

৫.৫.৬ চূড়ান্তকরণ

সাধারণ সভায় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদন হওয়ার পরে চূড়ান্তকৃত প্রবিধানটি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের কাছে অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হবে।

৫.৫.৭ বিধিবদ্ধকরণ

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রেরিত চূড়ান্ত খসড়া প্রবিধানটি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ও আইন মন্ত্রণালয়ে (যদি প্রয়োজন হয় প্রযোজ্যক্ষেত্রে অন্য কোন মন্ত্রণালয়ে) ভেটিং/পর্যালোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত হলে তা বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হবে। গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রবিধানটি সিটি কর্পোরেশন যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।

চিত্র -২: সিটি কর্পোরেশনের প্রবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া

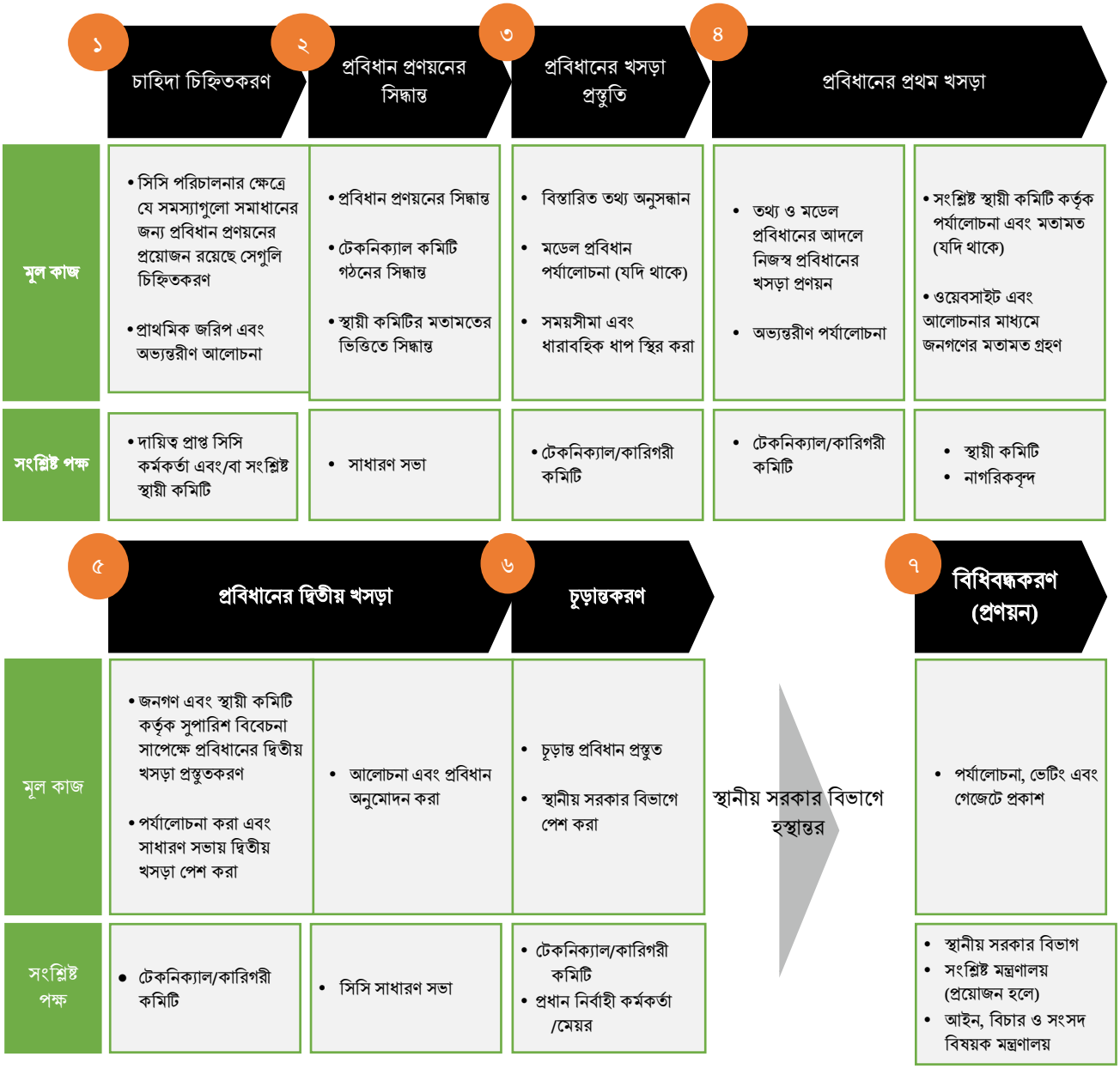

কুইজ - ০২

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুসারে কোন কোন বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনগুলো **প্রবিধান** প্রণয়নের এখতিয়ার রাখে? (সত্য/মিথ্যা)

বিষয়	সত্য/মিথ্যা
সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ	
স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম	
সভার কার্যবিবরণী তৈরী করা	
সরকারি অথবা বেসরকারি মেলা, প্রদর্শনী কিংবা কোন উৎসবের এবং ব্যক্তিগত মেলা পরিদর্শনের জন্য লাইসেন্স প্রদান	
কর্পোরেশনের কার্যক্রম ও বিভিন্ন কমিটির সভা পরিচালনা	
বাজেট প্রণয়ন ও হিসাবরক্ষণ	
লাইসেন্স অনুমোদন এবং অনুমতি প্রদান, নিবন্ধন এবং পরিদর্শন পদ্ধতি, লাইসেন্স, অনুমোদন, অনুমতিপত্র এবং ফি।	
জনসাধারণের অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার	
যানবাহন এবং যানবাহন চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ, পরিবহন নিয়মাবলী এবং যানবাহন চলাচলের আইন বিধি, যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ এবং সড়ক বাতি নিভিয়ে দেয়ার সময় নির্ধারণ।	
ক্ষতিকারক ব্যবসা-বানিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতিকারক ও বিপদজনক জিনিসপত্রের মজুদ নিয়ন্ত্রণ।	

সংযুক্তি-১: আইনি উপকরণের (বিধিমালার) তালিকা

ক্রমিক নং	আইনি উপকরণ (বিধি)	
১	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) প্রতিষ্ঠা বিধিমালা, ২০১০	
২	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০	
৩	সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা ২০১০	
৪	সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১০	
৫	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) সীমানা পরিবর্তন (সম্প্রসারণ এবং সংকোচন) বিধিমালা, ২০১৩	
৬	The Municipal Committee Business Rules, 1963	
৭	সিটি কর্পোরেশন (কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব, কার্যাবলি ও সুযোগ-সুবিধা) বিধিমালা, ২০১২	
৮	The Local Councils and Municipal Committees Servants (Retirement) Rules, 1968	
৯	Government Servants (Selection of Freedom Fighters) Rules, 1979	
১০	The Municipal Committee Servants (Conduct) Rules, 1969	
১১	পৌর কর্মচারী (ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক) বিধিমালা, ১৯৮৮	
১২	Contributory Provident Fund Rules, 1979	
১৩	ররিশাল সিটি কর্পোরেশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০১০	
১৪	ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ১৯৮৯	
১৫	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (কর্মচারী ও কর্মকর্তা) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৮	
১৬	খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কর্মচারী ও কর্মকর্তা) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৩	
১৭	Bengal Municipal Acc Rules 1935	
১৮	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮	
১৯	The Local Authorities Loans Rules, 1915	
২০	The Municipal Committes (Property) Rules, 1960	
২১	The Dhaka Municipal Corporation (Preparation and Sanction of budget) rules, 1974	
২২	The Municipal Committees (Inspection) Rules, 1962	
২৩	The Munnicipal Fund (Custody and Investment) Rules, 1960	
২৪	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন চুক্তি (বিল্ড-অন-অপারেট এবং ট্রান্সফার) বিধিমালা, ২০০৪	
২৫	The Municipal Corporation (Taxation) Rules,1986	
২৬	সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬	
২৭	The Municipal Committes (Town Planning) Rules, 1968	
২৮	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬	
২৯	The Municipal Committee (Specification of Dangerous and Offensive Trades and Articles) Rules, 1963	
৩০	The Local Councils (Development Plans) Rules, 1960	
৩১	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৬	